খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-2 Bardhaman , 30 June 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

পঞ্চায়েত ভোটে জামালপুরে জোর টক্কর সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের,ব্যাকফুটে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন। বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটলেও জামালপুর ব্যতিক্রম। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সেরকম কোনও ঘটনা ঘটে নি। বেরুগ্রাম এবং জ্যোৎসীরাম অঞ্চলের কয়েকটি এলাকা থেকে শাসকদলের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠলেও ব্লকের অন্যত্র সেরকম ঘটনা ঘটে নি। বিরোধীরাও সেরকম কোনও অভিযোগ করে নি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ২৫৫টি। তার মধ্যে ভোট হবে ২২২টি আসনে। ৩৩ টি আসনে ভোটের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল। আর পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৩৯ টি আসনের মধ্যে ৩ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল। ভোট হবে ৩৬ টি আসনে। জামালপুরে এবার মূল লড়াই সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের। স্থানীয়স্তরে বিজেপির সেরকম কোনও মুখ নেই। বেশিরভাগ আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি। ব্লকের হাতে গোনা কয়েকটি জায়গায় কংগ্রেসের প্রার্থী আছে। যদিও এবারে পঞ্চায়েত ভোটে জোট হয়নি কংগ্রেসের সঙ্গে

বামেদের। কিছু জায়গায় চতুর্মুখী এবং ত্রিমুখী লড়াই হলেও বেশিরভাগ জায়গাতেই লড়াই হচ্ছে একের বিরুদ্ধে এক। সিপিএম বনাম তৃণমূল। দু'দলের পক্ষ থেকেই জোর কদমে চলছে প্রচার এবং দেওয়াল লিখন। জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খানের নেতৃত্বে ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে ছোট ছোট জনসভা। ইতিমধ্যেই জামালপুরে তৃণমূলের নির্বাচনী জনসভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চায়েতে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার । অন্যদিকে বড় কোনও জনসভা না

(এরপর তিনের পাতায়)

খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অকপট ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ

এক নজরে ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন - ৫৪ টি
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয়ী - ৩৬ টি আসনে।
ভোট হবে - ১৮ টি আসনে।

গ্রাম পঞ্চায়েত -১৮ টি

গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা - ৩১১ টি।
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয়ী - ১৮৩ টি আসনে
ভোট হবে - ১২৮ টি আসনে ।

ভোটের বিষয়

পানীয় জল, আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ।

রাজনীতি

বাম ও কংগ্রেসের জোট নেই স্থানীয়স্তরে। বিজেপির সেরকম মুখ নেই, দুর্বল সংগঠন। বামেদের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা।

প্রশ্ন- ধনেখালি ব্লকে গত ৫ বছরে পরিষেবা কতটা উন্নত হয়েছে? দায়িত্ব নেওয়ার সময় উন্নয়নের কি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন? কতটা কাজ হয়েছে?

উত্তর - মানুষের জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে,মোরাম রাস্তা ঢালাই হয়েছে, কোথাও বা পিচ হয়েছে। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম,আর যে পরিকল্পনা নিয়ে তৃণমূল দায়িত্ব নিয়েছিল ২০১৩ তে, আজকে ২০২৩ এর নির্বাচনের

ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষের এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার।

প্রাক্কালে বলতে পারি ধনেখালিবাসীর সেই পরিকল্পনা অনেকটাই বাস্তবে রূপদান করতে পেরেছি ১৮ টা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে।

প্রশ্ন - আপনার দলের অনেক নেতাই নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে জেলে। নিয়োগ দুর্নীতির প্রভাব ভোটে কতটা পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর - আজকে আমার দলের যারা নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ত তাদের কেউ মন্ত্রী বা পদাধিকার থাকার জন্য তৃণমূলের গায়ে এই কাদাটা আসছে। কিন্তু সেটা তো তাদের নিজ নিজ ব্যাপার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ তে বাংলায় পরিবর্তন আনার পর মানুষের জীবন যাত্রার মানের যে পরিবর্তন এনেছে সেই পরিবর্তনে আমার মনে হয় গ্রাম বাংলায় নিয়োগ দুর্নীতিটা খুব একটা আমাদেরকে ফেস করতে হবে না।

প্রশ্ন - পরিস্রুত পানীয় জল কতটা অংশে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর - কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিকভাবে আমাদের অনেকটাই ভাতে মেরে রেখেছে। যদি ঠিকঠাক টাকা পয়সা দিত তাহলে ৯০ শতাংশ মানুষের বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে যেত।

প্রশ্ন - ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় জলের সংযোগ পৌঁছালেও এখনও বহু জায়গায় জলের দেখা মিলছে না বলে অভিযোগ।

উত্তর - মেন লাইনের সঙ্গে লুপ লাইনের কানেকশন এখনও হয়নি। পারদর্শী শ্রমিকের অভাব তার একটা মূল কারণ।২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে জল যাবে।

(এরপর তিনের পাতায়)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিরা লেখা পাঠান হোয়াটস অ্যাপে (৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮) টাইপ করে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে প্রকাশিত হবে। পাঠাতে পারেন ছোটগল্প, কবিতা, রম্যরচনা, অনুগল্প এবং ভ্রমণ কাহিনী। কবিতা ২০ লাইনের মধ্যে, ছোটগল্প - ৫০০ শব্দের মধ্যে,অনুগল্প - ২০০ শব্দের মধ্যে ,রম্যরচনা - ৩০০ শব্দের মধ্যে এবং ভ্রমণ কাহিনী - ৫০০ শব্দের মধ্যে।

এক নজরে

- পঞ্চায়েত ভোট ৮ জুলাই, গণনা ১১ জুলাই।
- জামালপুরে ভোটের প্রচারে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ।
- নিষেধ সত্ত্বেও পঞ্চায়েত ভোটে নিরাপত্তায় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ব্যবহার! কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা।
- সিপিএম প্রার্থীদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। জামালপুরের উত্তর মোহনপুর এলাকার ঘটনা।
- পূর্ব বর্ধমান জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪০১০টি আসনের মধ্যে ৬৬৭টি আসনে এবং পঞ্চায়েত সমিতির ৬৪০টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি তৃণমূল।
- সারা রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৩২২৯টি আসনের মধ্যে ১৬৩৮টি আসনে এবং পঞ্চায়েত সমিতির ৯৭৩০টি আসনের মধ্যে ৩১১টি আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি তৃণমূল !
- এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে ব্যালট পেপারের রং হলুদ, পঞ্চায়েত সমিতিতে ব্যালট পেপারের রং গোলাপি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যালটের রং সাদা।
- ভোটের আগেই বাজিমাত। ধনেখালি ব্লকের ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১টি তৃণমূলের দখলে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩১১ টি আসনের মধ্যে ১৮৩ টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।
- ভোটের আগেই ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতি শাসকদলের হাতে। পঞ্চায়েত সমিতির ৫৪ টি আসনের মধ্যে ৩৬ টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।
- মিশন ২০২৪ ! বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়ার ডাক দিল ১৫ টি বিরোধী দল।
- তৃণমূলের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের প্রার্থী! জামালপুরের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইলামবাজার বুথের ঘটনা। সত্যিই রাজনীতি বড় বিচিত্র !
- পঞ্চায়েত ভোটের জন্য প্রথম দফায় রাজ্যে এল ৩১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আরও ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিল কমিশন।
- ছোটদের ফুটবলে ভারত বনাম জাপান ম্যাচে গোলের বন্যা! অনূর্ধ্ব ১৭ এএফসি এশিয়ান কাপ থেকে বিদায় ভারতের।
- এবার পুরুলিয়ার আদ্রায় পার্টি অফিসেই তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন,আহত দেহরক্ষী।নিহত তৃণমূলের টাউন সভাপতি ধনঞ্জয় চৌবে।
- 'ইমপিচমেন্ট ছাড়া রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরানোর এখন আর কোনও রাস্তা নেই', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে না পারলে পদ ছেড়ে দিন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে তীব্র ভৎর্সনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির!
- মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার ! সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা ! চরম উত্তেজনা ! সিপিএম - তৃণমূল সংঘর্ষে আহত একাধিক পুলিশকর্মী !পূর্ব বর্ধমান ২ নং

(এরপর চারের পাতায়)

Khabor Sojasuji Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-2 30June 2023

হচ্ছেটা কি?

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়নপর্ব থেকেই শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাস। ফিরে এসেছে ২০১৮ সালের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি। ইতিমধ্যেই ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে প্রকাশ। যদিও পুলিশ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে নির্বাচন কমিশনে। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যে প্রশাসন বলে আদৌ কিছু অবশিষ্ট আছে তো? প্রশাসন ঠিক মতো কাজ করলে কি ঘটতো এই রক্তক্ষয়ী হিংসা ও অশান্তি? রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হচ্ছে বোমা, বন্দুক। এত বোমা, বন্দুক এল কোথা থেকে? একদিনে তো আর এত কিছু আসে নি। পুলিশের কাছে কি আগে থেকে কিছুই খবর ছিল না?এ বিষয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় শাসকদলের পক্ষ থেকে বিরোধীদের বাধা দান এবং মনোনয়ন পত্র তোলার জন্য বিরোধীদের হুমকি, সবই ঘটছে পুলিশের সামনে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। আর এত কিছুর পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন,এত শান্তিপূর্ণ ভাবে মনোনয়ন তিনি জীবনে দেখেন নি। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই রাজনীতি! স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যে হচ্ছেটা কি? এত উন্নয়ন প্রকল্পের পরেও জনমতকে এত ভয় কিসের শাসকদলের?

আর এ বিষয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আদালতে প্রতিনিয়ত অপদস্থ হচ্ছে কমিশন, তবুও হুঁশ ফিরছে কি? অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট করানোই তো নির্বাচন কমিশনের কাজ। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোতে এত অনীহা কেন? সব বিষয়েই কেন আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে? রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কি ভুলে গেছেন তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা? হিংসামুক্ত পরিবেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাংলার মানুষ কি পারবে না তাদের মতদান করতে? রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক কাজকর্ম দেখে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, কতটা মেরুদণ্ডহীন হলে একটা সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান এরকম আচরণ করতে পারেন?এখন দেখার শেষ পর্যন্ত আদালতের ভৎর্সনা কতটা কাজে দেয়? নির্বাচনকে হিংসামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য বদনাম ঘুচিয়ে কতটা সক্রিয় হয় নির্বাচন কমিশন ?

নির্বাচনী প্রচারে জামালপুরে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

কোলে দেড় মাসের বাচ্চা নিয়ে দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার স্বপ্ন দেখছেন ধনেখালির বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২৩/২২৪ বুথের বিজেপি প্রার্থী ময়না আহেরি !

আ কা শ বা ণী

পার্থ পাল

জ্ঞান দান করে বেড়ানো গ্রামের অরূপ মাস্টারের একটা অন্যতম শখ। তাই কাতুকুতু বুড়োর মত জ্ঞানদাতা অরূপকেও গ্রামের লোকজন এড়িয়েই চলে। সেদিন বিকালে ফুরফুরে দখিনা বাতাসে মাঠের আলে বসেছিল জগা। সুযোগ বুঝে অরূপ গিয়ে বসল তার পাশটিতে। এবং যথারীতি শুরু করে দিলো বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে তার জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ। খানিক পরে জগার টুকটাক সংযোজনে থমকে গেল সে। স্কুল শিক্ষক হয়েও সে যা না জানে, অল্প শিক্ষিত জগা জানে তার অ-নে-ক বেশি। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ‘‘পড়াশোনা না করেও এত কিছু জানলি কি করে রে ভাই? ”

উত্তর না দিয়ে জগা ওর পাশে রাখা রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে দিল। ‘গীতাঞ্জলি’ চ্যানেলে তখন চলছে কৃষিকথার আসর। সেখানে আলোচনার বিষয় জানা গেল, ‘ না পচিয়ে পাটের তন্তু বের করার পদ্ধতি’। জগা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ওকে ইঙ্গিতে থামতে বলে আলোচনাটা খুব মন দিয়ে শুনল অরূপ। শেষ হতেই বলল, ‘‘ আরে এ তো অত্যন্তপ্রয়োজনীয় কথা। পচানোর সমস্যার জন্যই পাট চাষ বন্ধ রেখেছি আমরা। অথচ,পাট ভীষণ অর্থকরী ফসল। কৃষিবিজ্ঞানীর এই কথা শুনে চললে সহজেই পাট চাষ করা যাবে। ”

জগা বলল, ‘‘ তাই আমি সকলকে বলি, একটা রেডিও রাখো বাড়িতে। দামে সস্তা অথচ কাজে দামি। এমন ভালো ভালো পরামর্শ আমি রোজ শুনি বিনা খরচে। মেনে চলার চেষ্টা করি। তাই অল্প জমি হলেও এ এলাকার মধ্যে আমার জমিতেই সবচেয়ে বেশি ফলন হয়। সার, কীটনাশক কম লাগায় মুনাফাও হয় বেশি। ”

অরূপ ক্রমশ আগ্রহী হয়। জিজ্ঞাসা করে, ‘‘ শুধুই এই কৃষিকথার আসর হয় বুঝি? ”জগা হো-হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, ‘‘তা কেন দাদা, ভূভারতে এমন কিছু ভালো আলোচনা বা চর্চা নেই, যা এই ছোট যন্ত্রটায় হয় না। ”

-‘‘ যেমন? ”

- ‘সাত সকালে বন্দেমাতরম মন্ত্রের পরই সুভাষিত। স্মরণীয় মনীষীদের বাণীপাঠ। তারপর সঙ্গীতাঞ্জলি। পরপর তিনটি অনবদ্য ভক্তিগীতিতে দিনটাই ভালো হয়ে যায়। সকালেই শোনা যায়‘ আজকের চাষবাস ‘। সেখানে বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ও আধিকারিকরা সহজ ভাষায় বলেন কৃষি সম্পর্কে। পড়াশোনা বেশি না জানলেও ওখান থেকেই জেনে যাই বহু কিছু। এছাড়া মানুষের স্বাস্থ্য নিয়েও ডাক্তার বাবুরা মূল্যবান মতামত জানান ‘ আপনার স্বাস্থ্য’ অনুষ্ঠানে। ওখানেই যক্ষা রোগের উপসর্গ সম্পর্কে জেনেছিলাম। যা বাবার অসুখের সাথে মিলে যায়। তাই দ্রুত চিকিৎসা করিয়ে বাবাকে সুস্থ করে তুলতে পারি। এজন্য এই রেডিওটার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ দাদা। ”

অরূপ জগার কথা শুনছিল মন দিয়ে। এখন রেডিওর শব্দটা কানে আসায় বলে বসলো, ‘ হ্যাঁ রে, রেডিওতে খবর হচ্ছে নাকি? ছোটবেলায় শুনতাম। বিজ্ঞাপনহীন একটানা খবর। মনে পড়ে, ‘আ-কা-শ-বা-ণী, খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হলো.....’। এখনও সেই রকমই খবর হচ্ছে! অথচ আমি শুনি না! ইসস্...। কাল সকালেই আমি রেডিও কিনব। মিলিয়ে নিস।’

-‘ কিনবো বললেই কি কেনা হয় কাকা? ইলেকট্রিকের অধিকাংশ দোকানই আজকাল রেডিও রাখেনা। তাই অনলাইনে কিনতে হবে। আবার কিনেও শান্তি নেই। খারাপ হলে সারানোর মিস্ত্রি পাবে না দেখে নিও।’

খানিক দূরে বসে অরূপ-জগার কথোপকথন শুনছিল কলেজ পড়ুয়া কুমারেশ। ওর পকেটে মোবাইল, আর এক কানে ইয়ার প্লাগ। ওর কথা শুনে যার পর নাই রেগে গেল অরূপ। বলল, ‘ এই হয়েছে হালের ছেলেমেয়েরা। কেউ কিছু করতে গেলেই বাগড়া দেবে। রেডিও কেনার কথা ভাবছি, আর ও মোবাইলের কানকো গুঁজে জ্ঞান দিচ্ছে। এরা না লাগে হোমে না লাগে যজ্ঞে।’

এবার জগা আর কুমারেশ একসাথে হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসি শেষ হতে কুমারেশ বলল, ‘কাকা আমি তো রেডিওই শুনছি। এখন স্থানীয় সংবাদ চলছে। অবাক হয়ে অরূপ বলে, ‘ব্যাপারটা বুঝলাম না।’ কুমারেশ বোঝায়, ‘ এখন মোবাইল অ্যাপে রেডিও শোনা যায়। News on air– Radio ইত্যাদি অ্যাপ ভীষণ জনপ্রিয়। রেডিও সেট কেনার দরকার নেই। জায়গা জোড়া হবে না। উল্টে পাওয়া যাবে স্পষ্ট, ডিজিটাল সাউন্ড। তাই যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা রেডিও শুনতে হলে রেডিও অ্যাপের জুড়ি মেলা ভার। ’

‘ তবে তো কাল নয়, এখনই ওই অ্যাপটা ডাউনলোড করতে হবে’ - উচ্ছসিত হয়ে বলে অরূপ।

জগা গলা ঝেড়ে বলে, ‘অ্যাপ হোক বা সেট- যেখানেই শোনো দাদা, ভালোবেসে শুনবে। দেখবে, তোমার জীবনযাত্রাটাই আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেতারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মাসিক‘ মন কী বাত’ অনুষ্ঠানটি রেডিওতে রেকর্ডিং হয়। সে সম্প্রচার শোনেন দেশ বিদেশের বহু মানুষ। ডিরেক্ট টু হোম বা ডি টি এইচ প্রযুক্তিতে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে বসে শোনা যায় ডিজিটাল সাউন্ডের বেতার সম্প্রচার। সারাদিন জুড়ে নিরপেক্ষ সংবাদ, নিরবিচ্ছিন্ন মন ভালো করা গান, বুদ্ধিদীপ্ত নাটক, লোকশিক্ষার যাত্রাপালা, নির্ভেজাল আনন্দের তরজা, রামায়ণগান, পেটফাটা হাসির নাটিকা অনুষ্ঠান - ‘তুবড়ি, বিজ্ঞান শিক্ষার ‘জানা-অজানা’, ‘অন্বেষা’... এমন কত কিছু শ্রবণ-উপহার সাজিয়ে অপেক্ষা করে বেতার। শুধু প্রয়োজন খোলা কান আর আগ্রহী মন। বেতার লেখকদের চিঠিতে সমৃদ্ধ ‘প্রাত্যহিকী’, ‘বুধ সকালে’, ‘এক কলমে দুই নারী’, ‘মাননীয়েষু’ শুনলে পাওয়া যাবে এখনকার সাহিত্যের স্বাদ। একদিন শুনলে শুনতে ইচ্ছা যাবে প্রতিদিন। তখন কাজ করতে করতে শুনবে। দেখবে তাতে কাজ আরও ভালো হবে। ’

মন্ত্রমুগ্ধের মতো জগার কথা শুনছিল অরূপ আর কুমারেশ। ঠিক তখন খুব-কাছে দুটো শিয়াল ডেকে উঠলো উচ্চৈস্বরে।

তাই আর কথা না বাড়িয়ে, রেডিওটার আওয়াজ বাড়িয়ে গান শুনতে শুনতে বাড়িমুখো হল তিন বেতার-বন্ধু।

(প্রথম পাতার পর) **সাক্ষাৎকারে অকপট ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ**

প্রশ্ন - একশো দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে বিরোধীরা দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন আপনাদের বিরুদ্ধে। একশো দিনের কাজে টাকা না পাওয়া ভোটে কি প্রভাব ফেলবে?

উত্তর - যদি তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড দ্বারা ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি হয়, তা সে দুর্নীতি গুলো ধরে ধরে এফআইআর করা হচ্ছে না কেন? আর যদি কোনও জায়গায় দুর্নীতি হয়েছে ধরলুম, তাহলে সেই জায়গাগুলো বাদ দিয়ে বাকি জায়গাতে কাজ শুরু হচ্ছে না কেন? গরিব মানুষ তো এখন বিজেপির প্রার্থীদের জিজ্ঞাসা করবে একশো দিনের কাজ বন্ধ কেন? আমরা তো উত্তর দেব না, সাধারণ মানুষকে উত্তর তো দিতে হবে বিজেপি প্রার্থীদের। দেখি না কি উত্তর দেয়।

প্রশ্ন - এত প্রকল্পের পরেও জেলার বিভিন্ন জায়গায় দিদির দূতেরা বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন?

উত্তর - ধনেখালি ব্লক বা বিধানসভা এলাকায় এরকম কোনও উদাহরণ নেই। এক্ষেত্রে যদি জেলার হয় যেখানে হয়েছে সেখানে প্রশ্ন করলে ভাল হবে।

প্রশ্ন - আবাস যোজনাতেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কাটমানি না দিলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ।

উত্তর - তার জন্য কোর্ট রয়েছে, আইন রয়েছে। অভিযোগ থাকলে আগে এফআইআর হোক। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বাকি যে সব জায়গায় স্বচ্ছ রয়েছে তাদের ঘর করে দেওয়া হোক। কিন্তু তা না করে এখানে সারা পশ্চিম বাংলার মানুষের ঘর বন্ধ। আমি তো বলবো রাজনৈতিক ভ্যান্ডেডারি হয়েছে, এটা তো দুর্নীতি নয়।

প্রশ্ন - কাজের দরপত্রে কাটমানি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ ওঠে। যার জেরে অনেক সময় কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

উত্তর - এ রকম কি ধনেখালিতে কোনও উদাহরণ আছে?যদি থাকে বিরোধীদের তুলে ধরতে বলুন আপনার সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে। আমরা নিশ্চয় দেখব সে ব্যাপারে। আর এখন অনলাইন টেন্ডারে কাজ হয়। সুতরাং বিরোধীদের এই অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন - বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত সমিতি হওয়ায় দুর্নীতি, স্বজনপোষণের ঘটনা সামনে আসে নি বলে বিরোধীদের অভিযোগ। কি বলবেন?

উত্তর - বিরোধীরা প্রশাসন জানে না। তাই এই অভিযোগ করছে। কারণ পঞ্চায়েত সমিতির অডিট করে ক্যাগ, এ জি বেঙ্গল নয়। ক্যাগ তো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। দুর্নীতি থাকলে তো তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে বাজারে আনতো। যদি বিরোধীরা চান, ক্যাগ অডিটের দিনগুলোতে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন, আমরা বসিয়ে রাখব। যদি কোনও জায়গায় ধরতে পারেন আমাদের বলবেন,অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন - ব্লকের বেশ কিছু জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের স্থায়ী গৃহ নেই। কোথাও মাছের বাজারের ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, আবার কোথাও অন্যের দুয়ারে চলছে সেন্টার। এ বিষয়ে আপনাদের চিন্তা ভাবনা কি?

উত্তর - প্রথম হচ্ছে যে ২০১৩ তে আমরা যখন দায়িত্ব নিই তখন ৩০২ খানা আইসিডিএস চলতো অন্যের ঘরে, ছাগল গোয়ালে, নেতাদের বাড়িতে। বিগত বোর্ড ৫০২ খানা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এখানে অনুমোদন দিয়ে গিয়েছিল, তাদের শালি, শেলেজ, বউদি, বউকে কাজে নিয়োগ করে। আমি এই বোর্ড ধরে সেই ৩০২ থেকে আজকে ৪৬ টিতে নামিয়েছি। আগামী ৫ বছরে সেই ৪৬ টিরও নিজস্ব গৃহ তৈরি হবে।

প্রশ্ন - শুধু মনোনয়নে বাধা দেওয়াই নয়, ধনেখালিতে নমিনেশন তোলার জন্য বিরোধীদের চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ আপনার দলের বিরুদ্ধে।

উত্তর - যদি নমিনেশন তোলার জন্য ভয় দেখানো হয় তাহলে নমিনেশন ফাইল করবার আগে তো সে ভয়টা প্রখরভাবে দেখানো যেত। যে পাঁচ ছ'টা অঞ্চলে কনটেস্ট হচ্ছে সেখানে কি ভয় দেখানোর লোক ছিল না তৃণমূলের,না সেখানে তৃণমূল নেই বলে তারা মনে করছে।ক'টা এফআইআর হয়েছে দিতে বলুন না। আসলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নমিনেশন করিয়েছিল। যখন লোকগুলো বুঝতে পেরেছে তখন নিজে থেকে এসে নমিনেশন তুলে নিয়েছে।

প্রশ্ন - কিন্তু ভাস্তাড়া এলাকায় সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে সাদা থান পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

উত্তর - এটা তো আমাদের কালচারে নেই। এটা তো সিপিএমের কালচারে ছিল। তারাই নিজেরা সাজিয়ে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ দিচ্ছে না তার কি মানে আছে।

প্রশ্ন - এবারেও কি ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধীশূন্য হবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর - দেখুন, গণতন্ত্রের উপর আস্থা আছে। এখনও ১৮ টা সিটে লড়াই হচ্ছে। যদি মানুষ কোনও জায়গায় মনে করে যে বিচ্যুতি রয়েছে তৃণমূলের, সেখানে নিশ্চয়ই বিরোধী আসবে। যদি মনে করে তৃণমূল পরিষেবা দিয়েছে, তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন করেছে, তৃণমূল থাকা উচিত, তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে ১৮ টা সিটের রেজাল্ট পেলেই এই কথা বলতে পারব যে পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধীশূন্য থাকবে, না বিরোধীদের নিয়েই কাজ হবে।

প্রশ্ন - জয়ের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী?

উত্তর - জয়ের ব্যাপারে আমরা ১০০ শতাংশ আশাবাদী। কারণ আমার সরকার, আমার দল,আমার রাজনৈতিক কর্মীরা মানুষের পাশে থেকে যেভাবে পাঁচ বছর পরিষেবা দিয়েছে তাতে জয় নিয়ে আমাদের কোনও জায়গায় সংশয় নেই।

প্রশ্ন - প্রার্থী ঘোষণার পরে হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গায় দ্বন্দ্ব দেখা গেলেও ধনেখালি ব্যতিক্রম , রহস্যটা কি?

উত্তর - যদি দলের নিচুস্তর থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত রাজনৈতিক চেন সিস্টেমে প্রশাসনটা ঠিক থাকে তাহলেই এটা হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন - কোন্ কাজ করা গেল না বলে আফসোস রয়ে গেল আপনার?

উত্তর - দশঘড়া ২ তে ইকো ট্যুরিজমে আমরা হাত দিয়েছিলাম। আর্থিক সমস্যায় ধুঁকছে। ইচ্ছা আছে নতুন বোর্ড যেন সেই কাজটাতে গতি আনে এবং আরও সুন্দর ভাবে সেটাকে তৈরি করে। আর খাজুরদহ মেল্কির ছোট খাঁপুরে সিপিএম আমলে একটি পার্ক মতো ছিল, সেখানে ভালো কিছু করার পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন - চোপা হাসপাতাল নিয়ে কি আপনাদের কোনও পরিকল্পনা আছে?

উত্তর- আমরা সরকারের কাছে চাইছি ১০০ বেডের হাসপাতালের পরিষেবাটা আগে শুরু হোক। তারপর আমরা বুঝতে পারব যে বাকিগুলোর কতটা নীড আছে। এবং সেই নীড অনুযায়ী বাকিগুলোর জন্য দরবার করব।

প্রশ্ন - কি কি বিষয়কে সামনে রেখে ভোটের প্রচারে নামবেন? ধনেখালির মানুষকে কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

উত্তর - দেখুন, ধনেখালির মানুষকে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আর আমাদের ভান্ডারে কিছু নেই। কারণ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক প্রকল্প চলছে। দুয়ারে সরকার হচ্ছে। এই দুয়ারে সরকারে মানুষের নীডটা ধরে নিয়ে আমরা সেটাকে করে দেওয়ার চেষ্টা করি।

পঞ্চায়েত ভোটে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েত ভোটে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সুপ্রিয় অধিকারীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করা হল। উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য তারকনাথ রায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন মুখার্জি, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুপ লাহা, রাজ্য কমিটির সদস্য জয়ন্ত দত্ত, জগন্নাথ ভৌমিক সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

মহিষগড়িয়া খেলার মাঠ থেকে কালীতলা পর্যন্ত এবং ভীমতলা থেকে মাদপুর পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃপূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জাড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিষগড়িয়া খেলার মাঠ থেকে কালীতলা পর্যন্ত এবং ভীমতলা থেকে মাদপুর পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা! রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই দায় ।রাস্তা দুটি অতি দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী।

(প্রথম পাতার পর) **পঞ্চায়েত ভোটে জামালপুরে**

করলেও বামেরা জোর দিয়েছেন পাড়া বৈঠক এবং বাড়ি বাড়ি প্রচারে। সঙ্গে চলছে এলাকা ভিত্তিক মিছিল ।জমে উঠেছে নির্বাচনী লড়াই ।এবারের পঞ্চায়েত ভোটে জামালপুরে খাতা খুলতে পারে কি না সিপিএম সেটাই এখন দেখার। জনতা জনার্দন কি রায় দেয় তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আর ১০টা দিন।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিকসে সুযোগ মিললেও আর্থিক কারণে শ্রীলঙ্কা যাওয়া অনিশ্চিত বুল্টি রায়ের

বিদ্যুৎ ভৌমিক ঃ অর্থই অনর্থের মূল।আবার অনেক সময় অর্থ মানুষকে উত্তরণের পথ দেখিয়ে দেয়। কোনও ক্ষেত্রে অর্থ না থাকলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না । সেখানে শুধু আক্ষেপ করা ছাড়া গতি নেই । সেখানে অর্থ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পর্বত সমান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারকেশ্বরের দুঃস্থ অ্যাথলিট বুল্টি রায়ের কাছে এখন অর্থ শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। সে কারণে আগামী দিনে তাঁর খেলার অঙ্গনে এই কঠিন বাধা তাঁকে ঘরে বাইরে জেরবার করে তুলেছে। অথচ হাতের কাছে এই সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেলে তাঁর মতো খেলোয়াড়ের বিরাট ক্ষতি। এমনকি তাঁর অ্যাথলিট জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তাঁর ঘরে কানাকড়ি সম্বল নেই। তবুও তিনি খেলার মাঠে প্র্যাকটিসে কোন খামতি রাখছেন না । আগামী ১৮ আগস্ট তাঁকে চেন্নাই পৌঁছে শ্রীলঙ্কার ফ্লাইট ধরতে হবে । সেখানে ১৯ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আসর বসছে । ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে ২০ জনকে সিলেকসন করেছে। এ রাজ্য থেকে ৩ জন প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্বের জন্য মনোনীত হয়েছেন।তার মধ্যে তারকেশ্বরের অ্যাথলিট বুল্টি রায় স্বীয় ক্রীড়া চাতুর্যের বলে ভারতীয় দলে জায়গা পাকা করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর যাওয়ার ব্যাপারে অর্থ তাঁকে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেও তিনি আশায় দিন গুনছেন।

তিনি না পারছেন এগোতে, আবার পিছোতেও বুল্টি গররাজি ।এমনই কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ বুল্টি।

কিভাবে এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায়, সে নিয়ে বুল্টি নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতে বসেছেন। অজ পাড়া গাঁয়ের বুল্টির মতো অ্যাথলিটকে কে বা কারা স্পনসর করবে? তবে এলাকার সহৃদয় মানুষেরা বিগত দিনের তাঁর সাফল্যের কথা মনে রেখে এগিয়ে আসবেন,এই ভাবনায় ভাবিত অ্যাথলিট বুল্টি রায়। গত বছর ঠিক এই সময়ে চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিকসে পাঁচ পাঁচটি স্বর্ণ পদক জয় করে ক্রীড়ামোদীদের তাক লাগিয়ে দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে,তার পায়ে খেলা আছে । কিন্তু শ্রীলঙ্কা যাওয়া ও খাওয়ার খরচ বাবদ ৫০ হাজার টাকা দরকার।এ টাকা কোথা থেকে আসবে? তা ভেবেই তিনি আকুল। মনে মনে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, তিনি তো বিদেশের মাটিতে দেশের হয়ে জবরদস্ত লড়াইয়ের সম্মুখীন হবেন। সেখানে তাঁর সাফল্য তো দেশের সাফল্য । সেই বিদেশ বিভূমে সোনার পদক জিতলে দেশের সুনাম বাড়বে। তাঁর কথায়,'৫০ হাজার টাকা জোগাড় করে শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমরা তো দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবো। তাহলে খেলোয়াড়দের যাতায়াত ও খাওয়া দাওয়ার খরচ সরকার বহন করবে না কেন?এ ব্যাপারে ক্রীড়ামোদী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার খেলোয়াড়দের কথা মনে রেখে আমাদের মতো গরীব খেলোয়াড়দের কথা ভাবলে ভালো হয়। কারণ আমার মতো অনেক অ্যাথলিটদের অর্থনৈতিক অবস্থা আশানুরূপ নয়।' সে কারণে বুল্টির আবেদন, খেলোয়াড়দের কথা মনে রেখে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর বিষয়টি পর্যালোচনা করুক। যাতে করে যোগ্যতা অর্জন করেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে শ্রীলঙ্কা যাওয়া আটকে না যায় তাঁর।

অ্যাথলিট বুল্টি রায়ের অভাবী সংসারে এমনই দৈন্যদশা যে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মত অবস্থা। তাঁর স্বামী সন্তোষ রায় ট্রেনে হকারি করেন। তা থেকে যা অর্থ উপার্জন হয় তা দিয়ে কোন ক্রমে সংসার চালাতে বেশ বেগ পেতে হয়। বুল্টির দুটি সন্তান। তাঁর ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার খরচ জোগাতে হিমসিম খেতে হয় । যে বাড়িতে বুল্টি বসবাস করেন সেটা ঠিক বাড়ি বলা চলে না। ঠিক যেন ঝুপড়ি।তাও আবার ভাড়া বাড়ি। বুল্টির নিজের উপায় বলতে, এখন বুল্টি চুক্তির ভিত্তিতে ছ' মাসের জন্য হোমগার্ডের চাকরিতে যুক্ত। ছ' মাসের পর চাকরি চলে গেলে তিনি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? কি খাবেন? এও এক চিন্তা। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ কম্পিটিশনে অংশ গ্রহণ করার জন্য রাহা খরচ নিয়েও আর এক চিন্তায় বুল্টি মগ্ন।এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত কেউ তাঁকে অর্থ দিয়ে ভরসা যোগায় নি। তবুও বুল্টি রোজ তারকেশ্বর স্কুল মাঠে কোচ ছাড়া (বুল্টির কোচ শিবপ্রসাদ ধাড়া বর্তমানে প্রয়াত)গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে মনোনিবেশ করে চলেছেন । তিনি সাফল্য পেতে উন্মুখ । বুল্টি আশায় আছেন, এলাকার সহৃদয় মানুষেরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। তাঁর শ্রীলঙ্কা যাওয়ার পথ সুগম করতে সহযোগিতা পাশে আবদ্ধ হবেন। তারকেশ্বরের বুল্টি রায়ের এলাকার মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস বা আস্থা। সেই দৃঢ় বিশ্বাস বুল্টি হারাতে নারাজ। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু । সেই বিশ্বাসের ওপর ভর করে বুল্টি জাগ্রত আছেন। সেই বিশ্বাসেই বুল্টি রায় শ্রীলঙ্কা পাড়ি দেবেন!

ডাঃ শুভজিৎ মুখার্জী
MBBS (KOL)
Regn.No.79513(WBMC)
Ex Senior House Staff DN
Diabetic & Thyroid Clinic
Nilratan Sarkar Medical College & Hospital
প্রতি সোমবার ও শুক্রবার বিকেল ৫ টা থেকে

ডাঃ সৌমিক মজুমদার
MBBS.MD
Regn.No.76460(WBMC)
General Physician
Pain Management Specialist
Attached R.G. KAR Medical college
প্রতি রবিবার বেলা ২ টো থেকে

অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মহর্ষি ঘোষ
MBBS (CAL)
Regn.No.WB 83087
এক্স হাউস সার্জেন অর্থোপেডিক
Curenter Healthcard–
Kothari Medical Centre–
Calcutta National Medical College & Hospital
প্রতি মঙ্গলবার বেলা ১২ টা থেকে

নবজাতক ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ পরমেশ্বর মজুমদার
MBBS, DCH(CAL)–
MD(PAED),CAL
Regn.No.40200(WBMC)
প্রতি শনিবার বেলা ১১ টা থেকে

নার্ভ, স্নায়ু, মৃগী ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ সৌম্যব্রত হাটী
MBBS(KOL),
MD(Psychiatry)
Regn.No.66864(WBMC)
(প্রাক্তন- আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও বর্ধমান মেডিকেল কলেজ)
প্রতি রবিবার বিকেল ৫ টা থেকে
ফোনে নাম লেখান -
রাধাকৃষ্ণ মেডিকেল ষ্টোর্স
খানপুর,হুগলি
Mob.
9474492961/
7029606992

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

ব্লকের বড়শুলের ঘটনা।

- বাঁকুড়ার জয়পুরে তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ বিজেপির।
- '২০১৮ আর ২০২৩ কিন্তু এক নয়', বাঁশে লাগানো ঝান্ডার ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে জেলায় জেলায় তৃণমূলকে প্রতিরোধের হুঙ্কার মহম্মদ সেলিমের।
- 'লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে টিকিট বিক্রি হচ্ছে তৃণমূলের',ধনেখালি বিডিও অফিসে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির মনোনয়ন পরিদর্শনে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি।
- আবার দলবদল ! এবার বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন পুরশুড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক পারভেজ রহমান !
- নমিনেশনের শেষ দিনে বিরোধীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ধনেখালিতে ! অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।
- 'বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে', বিস্ফোরক অভিযোগ ধনেখালি বিধানসভার জেড পি ৩০ এ'র বিজেপির মন্ডল সভাপতি অমর মুর্মু'র।
- শুধু স্পর্শকাতর এলাকা নয়,সারা রাজ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট, নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
- লকেট চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে শান্ত ধনেখালিকে অশান্ত করার অভিযোগ অসীমা পাত্র'র ! অন্যদিকে,বিজেপি প্রার্থীদের নমিনেশনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।
- পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৩ টি ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৭১ জন এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ৭৬ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী।
- প্রয়াত বাম নেতা পরেশ সাঁতরা সহ এলাকার গণ আন্দোলনের কর্মী বাঁশিরাম সরেন, নারান মুর্মু, শিবু পাকড়ে এবং রামকৃষ্ণ গুপ্ত'র স্মরণে জামালপুর বকুলতলায় অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।
- অনেকেই বলাবলি করছেন, এত উন্নয়নের পরেও জনমত যাচাই করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করতে শাসকদলের এত আপত্তি কিসের?তাহলে কি শাসকদলের মধ্যে ভয় কাজ করছে?
- মানুষ চুপচাপ। মুখ খুলতে চাইছে না।পঞ্চায়েত ভোটের তাপ উত্তাপ নেই মানুষের মধ্যে। এটা কিসের লক্ষণ ?
- অনেকেই বলাবলি করছেন, নমিনেশনেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ভোটের দিন কি হবে?আদৌ কি সাধারণ মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পারবে? উঠছে প্রশ্ন।
- টাকা নিয়ে টিকিট দেওয়ার অভিযোগ বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বিরুদ্ধে ! BJP কর্মীদেরও টিকিট দেওয়ার অভিযোগ !তৃণমূল কর্মীদের ক্ষোভের মুখে বিধায়ক।
- আরামবাগে সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সিপিএমের মহিলা প্রার্থীকে চুলের মুঠি ধরে মারধর,বাড়ি ভাঙচুর,লাঠি, বাঁশ নিয়ে হামলার অভিযোগ।
- উত্তপ্ত ভাঙড়। ভাঙড়ের দায়িত্ব পাওয়ার পরই বাড়ল তৃণমূল বিধায়কের নিরাপত্তা !ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা !
- উলট পুরাণ !পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না বিধানসভার বুলচন্দ্রপুর ও মাদানগর গ্রামে প্রার্থী দিতে পারল না তৃণমূল ! বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী সিপিএম প্রার্থী সবিতা মাথুর ও ইসমাইল মোল্লা।
- ধনেখালির বেলমুড়ি ২১৮ নং বুথে নব নির্মিত তৃণমূল কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।
- এ যেন উলট পুরাণ ! নমিনেশন তুলে নেওয়ার জন্য তৃণমূলের মহিলা প্রার্থীকে মারধর এবং হুমকির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ! তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। হুগলির গোঘাট এলাকার ঘটনা।
- আদালতের নির্দেশে অবশেষে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।
- 'নির্বাচন করানো মানে হিংসার লাইসেন্স নয়', তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাগরত্ন'র।
- ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির ২ নং আসনে গুড়বাড়ির তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রম খুনে অভিযুক্ত লালু হাঁসদাকে প্রার্থী করেছে সিপিএম,অভিযোগ ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের।
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি সত্ত্বেও ধুমধাম করে রাজভবনে পালিত হল 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। ভোটদানের অধিকারের উপর কোনও আঘাত মেনে নেওয়া যাবে না, বার্তা রাজ্যপালের।
- পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেন হুগলির বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী ! 'রাজনীতি আমার মতো মানুষের জন্য নয়', বিধায়কের বিস্ফোরক ফেসবুক পোস্ট ঘিরে আলোড়ন রাজনৈতিক মহলে।
- ২০২৩ জি২০ সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত
- ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবসে সিউড়ি শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিবার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে পালন করল বিশ্ব যোগ দিবস।
- সিপিএম প্রার্থীর নথি বিকৃতির অভিযোগ উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি শেখর দে-র বিরুদ্ধে !বিডিও'র বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার !
- '২ বছর বয়স থেকে রাজনীতি করছে অভিষেক', কাকদ্বীপে অভিষেকের নব জোয়ার কর্মসূচির সভায় বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'ভাঙড়ের ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেস করেনি',মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ধনেখালি ব্লকের ভাস্তাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সিপিএম প্রার্থীকে নমিনেশন তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।
- ডাকাতিতে অভিযুক্তকেও পঞ্চায়েতে প্রার্থী করল তৃণমূল !ব্যাপক শোরগোল পান্ডুয়ায়। শুধু বিরোধীরাই নয়,দলের অন্দরেও শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।
- 'বিজেপি জানে কেষ্টর মতো গুন্ডাকে কিভাবে সোজা করতে হয়', হুগলির জাঙ্গিপাড়ার সভা থেকে হুঙ্কার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।
- 'বিজেপি গুন্ডামি করলে হাতা খুন্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ান', কোচবিহারের নির্বাচনী জনসভা থেকে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে ৫০০ নয়, মহিলাদের ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে', নন্দীগ্রাম নির্বাচনী জনসভায় বললেন শুভেন্দু অধিকারী।
- গুড়াপ থানার ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টি উপেক্ষা রবিবার বিকেলে খানপুর, মির্জাপুর , মহরমপুর এবং বালিডাঙ্গা এলাকায় চললো রুট মার্চ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com